Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya

Class — 1st Semester

Paper — 102

Date—

Teacher - Saheb kr. Hazra

③ মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব,

ভূমিকা:—

মধ্যযুগের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, চৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৬ খ্রিঃ- ১৫৩৩ খ্রিঃ) ছিলেন ভারতবর্ষে আবির্ভূত এক বহু পোষাকীয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ধর্মগুরু মহাপুরুষ এবং গৌড়ীয় মতাবলম্বী বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক, তিনি গৌড়বঙ্গের নদিয়া অন্তর্গত নবদ্বীপে (অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলা) হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীমতী শচীদেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর আবির্ভাবের ফলেই মধ্যযুগে বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলা দেশের সমাজ - জীবনে যেমন পরিবর্তন ঘটেছিল, তেমনি বাংলা সাহিত্যেও অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

বৈষ্ণব দর্শনের অগ্রগতি:—

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলি ও বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্য। চৈতন্যপূর্ব যুগেও বৈষ্ণব পদাবলির একটা ধারা ছিল, কিন্তু সেখানে তেমন কোনো আধ্যাত্মিক আদর্শ ছিল না, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণবধর্মের যে দার্শনিক ভিত্তি গড়ে ওঠে তারই আলোকে বৈষ্ণব পদাবলি নতুন তাৎপর্য পায়, প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব রস ফুটে ওঠে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, নরহরি চক্রবর্তী প্রমুখ বৈষ্ণব কবির রচনায়।

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকার পদ সৃষ্টি :—

বাংলা সাহিত্যে আগে থেকেই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রচলন ছিল, যেমন, চন্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলি। চৈতন্যদেবের জীবন ও দর্শন থেকেই নতুন সাহিত্য ধারার সৃষ্টি হয় তা হল গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকার পদ। চৈতন্যদেবের জীবন ও বাল্যকালের কাহিনি নিয়ে রচিত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, আর যে পদগুলি কীর্তন গানের শুরুতে রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যকে কেন্দ্র করে রচিত হয় সেগুলিকে বলে গৌরচন্দ্রিকার পদ।

জীবনী সাহিত্যের সূচনা :—

চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলিকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবনী সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া হয়, তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় — বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ইত্যাদি, কালজয়ী জীবনী গ্রন্থসমূহ।

সাহিত্য ধারার অভিনবত্ব :—

চৈতন্যর আবির্ভাবের পরবর্তীকালে সাহিত্যধারাগুলি অহিংসা, মানবপ্রেম, উদারতা দ্বারা আপ্লুত হয়ে যায়। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য পদাবলি সাহিত্য সবক্ষেত্রেই চৈতন্যর অহিংসা প্রেমের ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়েছিল।